স্নেহশীল আব্বু

ফেহমিন ফরাসউদ্দিন

পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ও আত্মনিবেদন সময় সময় ব্যক্তি আব্বুর মূল ভিত্তি হিসেবে থেকেছে। আমার ধারণা, অল্প বয়সে নিজের বাবা হারানোর কারণে আব্বু অনেক আগেই ব্যক্তিজীবনে পরিবারের গুরুত্বের বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। তার কাজ ও আচরণে সবসময় এটা প্রতিফলিত হয়। এ নিয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঘটনাটি আমাদের পরিবার প্রায়ই রোমন্থন করে। এটি ছিল কলকাতা থেকে চেন্নাই দুদিনের 'এপিক' ট্রেন যাত্রা। যাত্রার আগের দিন প্রচণ্ড জ্বর আর পানিশূন্যতায় আমি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ি। যাত্রার সময় প্রতিটি স্টেশনে, তা যত কম সময়ের জন্যই ট্রেন থামুক না কেন, আব্বু দ্রুত ট্রেন থেকে নামতেন, কুয়ার পরিষ্কার পানি দিয়ে আমাদের ফ্লাস্কগুলো ভরতেন। আবার দ্রুত ট্রেনে উঠে পড়তেন। যাত্রার সময় তার ছোট কন্যাটির যেন খাওয়ার পানির অভাব না হয়, তা নিশ্চিত করতেই তিনি এটা করেছিলেন।

অনিশ্চিত ও কঠিন সময়ে আব্বু সবসময় শক্ত ও শান্ত থেকে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন। আমি যখন ছোট ছিলাম, আব্বু প্রতিদিন স্কুলের জন্য আমাকে সকালে ডেকে তুলতেন। একবার হলো কি, তিনি সময় উল্টাপাল্টা করে ফেললেন এবং আমাকে ডেকে তুললেন যখন, বাইরে তখনো ছিল গাঢ় অন্ধকার। কিন্তু আমি দ্রুত বুঝতে পারলাম, বাইরে চলতে থাকা বিমান হামলায় যেন আমি ভয় না পাই, তা নিশ্চিত করতেই তিনি এটা করেছেন।

আমার মনে আছে, যেদিন আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শেষ করলাম, আব্বু সেদিন কতখানি গর্বিত হয়েছিলেন। আরো মনে আছে, আমার বিয়ের দিনে আব্বুর আবেগ, অথবা প্রথমবারের মতো নানা হওয়ায় তার গর্ববোধ। আব্বুর চুল ক্রমান্বয়ে কালো থেকে সাদা-কালো, তার পর সম্পূর্ণ সাদা হয়েছে, আমি ততই তার ভালোবাসা ও স্নেহ অনুভব করতে পেরেছি এবং আমি কৃতজ্ঞ যে আমার সন্তানদেরও এ অভিজ্ঞতা পাওয়ার সৌভাগ্য হচ্ছে। উত্থান-পতন সময়ের মধ্য দিয়ে আমি দেখেছি, আমার পিতা-মাতা আমার ও ভাইয়ের উন্নত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কী পরিমাণ আত্মত্যাগ করেছেন। আব্বুর শক্তি, ভালোবাসা ও সব অনুপ্রেরণার উৎস আমার মা। আব্বুর মমতা ও সহযোগিতা শুধু পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। দূরের কোনো আত্মীয় বা মেধাবী কিন্তু গরিব ছাত্র, অথবা প্রতিবেশী কিংবা বন্ধু, যারই সাহায্য প্রয়োজন, সবার আগে সাহায্যের হাত বাড়ান। দেশের জন্য অক্লান্তভাবে তিনি কাজ করেছেন এবং করে চলেছেন। দেশের প্রতি এ আত্মনিবেদনে যেসব অনুঘটক কাজ করেছে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম তার নিঃস্বার্থ ও যত্নবান মনোভাব।

লেখক : ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের মেয়ে
সাবেক কর্মকর্তা, প্রিমিয়ার অফিস অস্ট্রেলিয়া